যীশুই বিশ্রামবারের প্রভু

(Jesus is Lord of the Sabbath)

লূক ৬ অধ্যায় ১-৫ পদ

আমরা লূকের সুসমাচার অনুসরণে যীশুর পার্থিব পরিচর্যার বিষয় শিখছি। যীশুর পার্থিব পরিচর্যার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তাঁর কাজে বিরোধিতা। লূকের লেখা সুসমাচার থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যীশু তাঁর পরিচর্যায় ক্রমশ সমালোচনা ও বিরোধিতার মুকাবিলা করছেন। আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে আমরা আরও একটি ঘটনাকে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে কয়েকজন ফরীশী যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সমালোচনা করছে। তাদের সমালোচনার প্রেক্ষিতে যীশু সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার থেকে আমরা যীশুর নিজের মুখে তাঁর পরিচয় পাচ্ছি। গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, যীশুই সেই বর; আর আজ আমরা দেখতে চলেছি, যীশুই বিশ্রামবারের প্রভু। যীশু কে, তা এই শাস্ত্রাংশের ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।

ক। ঘটনার প্রেক্ষাপট (৬:১ পদ): ১ পদে বলা হয়েছে, *"একদিন, বিশ্রামবারে যীশু শস্যক্ষেত্র দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর শিষ্যরা শীষ ছিঁড়ে ছিড়ে হাতে মেড়ে খেতে লাগল।"* এই কথা পাঠ করার পর আমাদের মনে হতে পারে যে, যীশুর শিষ্যরা অন্যের ক্ষেত থেকে শস্য চুরি করে খাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের সেই চিন্তা ঠিক নয়। কারণ তাদের সময় তারা যে কাজ করেছিল, তার মধ্যে দোষের কিছু ছিল না, বা তাদের সেই কাজকে চুরি বলে গণ্য করা হত না। পরিবর্তে, এটা ছিল ঈশ্বরের প্রজাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার একটি উপায়। কারণ ২বিবরণ ২৩:২৫ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, *"প্রতিবেশির শস্যক্ষেত্রে গেলে তুমি নিজের হাতে শীষ ছিঁড়তে পারবে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশির শষ্যক্ষেত্রে কাস্তে দেবে না।"* অর্থাৎ, প্রতিবেশির শস্যক্ষেত্রের ফসল কাটা ও ঘরে তুলতে নিষেধ করা হলেও, শস্যক্ষেত্রের ধার দিয়ে যাবার সময় দু-চারটে শীষ ছিড়ে খেতে নিষেধ ছিল না।

একদিন যীশু ও তাঁর শিষ্যরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছিলেন। এখন সেই পথে যখন তারা কোনও একজনের শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা সেই শস্যের শীষ ছিড়ে, হাতে মেড়ে খেতে শুরু করে। তাদের এই কাজ মোশীর বিধান-বিরুদ্ধ ছিল না। যীশু ও তাঁর শিষ্যদের দৃষ্টিতে এই কাজের মধ্যে দোষের কিছু না থাকলেও, ঘটনাটি বিশ্রামবারে ঘটায়, ফরীশীরা কিন্তু এর মধ্যে যীশুর বিরোধিতার সুযোগ পেয়েছে।

খ। ফরীশীদের প্রশ্ন (৬:২ পদ): ২ পদে বলা হয়েছে, যীশুর শিষ্যদের এই কাজ ফরীশীদের চোখ এড়ায়নি। তারা তাদের এই কাজের মধ্যে দোষ দেখতে পেয়েছে, চুরি করার দোষ নয়, কিন্তু বিশ্রামবার লঙ্ঘনের দোষ। ২ পদে বলা হয়েছে, *"তাতে কয়েকজন ফরীশী বলল, বিশ্রামবারে যা করা বিধেয় নয়, তোমরা কেন তা করছ?"* এখন এই সমস্ত ফরীশী কোথা থেকে এল, তা লূক আমাদের জানায়নি। এর আগে করগ্রহণকারী লেবির গৃহের ভোজে আমন্ত্রিত না হয়েও যেমন ফরীশী ও তাদের অধ্যাপকরা যীশুর সমালোচনা করতে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিল (৫:৩০), এখানেও তারা হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে। ধরা যেতে পারে, যীশুর কথা ও কাজে ভুল ধরতে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে যীশুকে অনুসরণ করছিল।

প্রতিবেশির ক্ষেত্রের শস্যের শীষ ছিঁড়ে খাওয়ার দ্বারা যীশুর শিষ্যরা যদিও মোশীর বিধান-বিরুদ্ধ কোনও কাজ করেনি, কিন্তু তৎকালীন ইহুদি ধর্মীয় নেতাদের তৈরী বিশ্রামবার সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধের প্রেক্ষিতে তারা দোষ করেছে। তাই, ফরীশীদের বিশ্বাস অনুসারে যীশুর শিষ্যরা বিধান লঙ্ঘন করার দোষে দোষী। এখন বিশ্রামবার পবিত্র বলে মান্য করাটা ছিল অন্যদের থেকে ঈশ্বরের প্রজাদের পৃথকীকরণের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই, যীশুর শিষ্যদের আচরণ দেখে, ফরীশীরা তাদের বিরুদ্ধে বিশ্রামবার সম্বন্ধীয় বিধান লঙ্ঘন করার অভিযোগ করেছে।

এখন, বিশ্রামবার সম্বন্ধীয় মোশীর বিধান আমরা যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১ পদে পাই, যেখানে বলা হয়েছে, *"তুমি বিশ্রামবার স্মরণ করে পবিত্র কোরো। ছয় দিন শ্রম কোরো, নিজের সমস্ত কাজ কোরো; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন; সে দিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেউ*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কোনও কাজ কোরো না; কারণ সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলেন; এইজন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করলেন, ও পবিত্র করলেন।'' অর্থাৎ, দশআজ্ঞার ৪র্থ আজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, বিশ্রামদিনকে পবিত্র করার পাশাপাশি কোনও কাজ সেদিন করা যাবে না।

এখন, এই আজ্ঞাকে ভিত্তি করে, ইহুদি ধর্মীয় নেতারা সেই সমস্ত কাজের ফর্দ তৈরী করেছিল, যে সমস্ত কাজ বিশ্রামবারে সাধন করলে এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে। এর জন্য তারা ৩৯টি প্রধান কাজকে নির্দেশ করেছিল, এই ৩৯টি প্রধান কাজের প্রত্যেকটিকে আবার ৬টি ভাগে বিভক্ত করেছিল। ইহুদি সাহিত্য 'মিশ্না' থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই সমস্ত ৩৯টি প্রধান কাজের মধ্যে শষ্যচয়ন (ফসল কাটা) *(reaping)*, শষ্য মাড়া *(threshing)* ও শষ্য চালা *(winnowing)* ছিল অন্যতম প্রধান কাজ। এখন যীশুর শিষ্যরা যখন কিছু শীষ ছিঁড়েছে, তখন ফরীশীদের চুলচেরা বিচারে তারা **শষ্যচয়ন** করেছে; তারা যখন তা হাতে মেড়েছে, তখন তার দ্বারা **শষ্য মাড়া** ও **শষ্য চালার** কাজ করেছে; এবং সেই শষ্য যখন খেয়েছে, তখন তার দ্বারা **খাদ্য প্রস্তুত** করেছে। আর তারা এই সমস্ত কাজ করেছে যেদিন, সেই দিনটি ছিল বিশ্রামবার। তাই ফরীশীদের বিচারে যীশুর শিষ্যরা বিশ্রামবার লঙ্ঘন করে, এমন কাজ, কমপক্ষে ৪টি করেছে।

এখন তাঁর শিষ্যরা যে তাদের এই কাজ যীশুর চোখ এড়িয়ে করেছে, তা নয়। যীশু তাদেরকে এই কাজ করতে দেখেছেন, তথাপি তিনি তাদের বাধা দেননি। তাহলে, যীশু কি তাদের বিশ্রামবার লঙ্ঘন করতে বা ৪র্থ আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে ইন্ধন যুগিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, সবার আগে মোশীর বিধানের প্রতি যীশুর মনোভাব কী ছিল, আমাদের তা দেখতে হবে। মথি ৫:১৭ পদে যীশু নিজে বলেছেন, *"মনে কোরো না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করতে এসেছি, আমি লোপ করতে আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি।''* হ্যাঁ, যীশু কখনও বিধান লঙ্ঘন করতে শিষ্যদের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কিন্তু ফরীশীরা যাকে বিধান বলে দাবি করেছে, তা প্রকৃতপক্ষে মোশীর বিধান নয়, তা হল তাদের নিজেদের তৈরী নিয়ম বা পরম্পরাগত ব্যাখ্যা। তাই, তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে, আমরা দেখতে পাই, যীশু ধারাবাহিক ভাবে ফরীশীদের তৈরী এই সমস্ত পরম্পরাকে আক্রমণ করেছেন ও শিষ্যদেরকে ফরীশীদের সেই সমস্ত মিথ্যা বিধি-নিষেধ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।

ফরীশীরা সর্বদা লোকদের **কী করা উচিৎ** এবং **কী করা উচিৎ নয়**, তা শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু তারা সর্বদা তাদের **কী করা উচিৎ নয়** তালিকার সঙ্গে **ঈশ্বরের আজ্ঞার** মধ্যে পার্থক্যকে নির্দেশ করতে পারেনি। তারা বিধানের চুলচেরা অনুশীলন করতে গিয়ে বিশ্রামবার সম্বন্ধে ঈশ্বরের আজ্ঞা বহির্ভূত বিভিন্ন বিধি-নিষেধ তৈরী করেছে ও তা লোকদের উপর চাপিয়েছে। ফলস্বরূপ, সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্রামবার আমোদ-দায়ক (যিশাইয় ৫৮:১৩) দিনের পরিবর্তে ভারস্বরূপ হয়েছিল।

এখানে ফরীশীদের এই প্রশ্ন থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করতে পারি, তা হল, আমরা যেন কখনও তাদের ন্যায় ঈশ্বরের আজ্ঞা বা বিধানের সঙ্গে আমাদের তৈরী কোনও বিধি-নিষেধ যোগ না করি। ঈশ্বরের আজ্ঞাকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি, আমরা যেন কখনও তাদেরকে অন্যদের উপরও জোর করে না চাপাই।

গ। যীশুর উত্তর (৬:৩-৪ পদ): ফরীশীদের প্রশ্ন শুনে যীশু তাদের বলতে পারতেন যে, শীষ ছিঁড়ে খেয়ে তাঁর শিষ্যরা ঈশ্বরের কোনও বিধান লঙ্ঘন করেনি, তাদের সেই কাজের দ্বারা তারা কেবল ফরীশীদের তৈরী বিধি-নিষেধ অমান্য করেছে। কিন্তু যীশু তাদেরকে সেই কথা বলেননি। পরিবর্তে, ফরীশীরা যাতে নিজেরা নিজেদের ভুল দেখতে পায়, সেই উদ্দেশ্যে বিধান সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। ঈশ্বর কেন আমাদের বিধান দিয়েছেন, তা যেন তারা উপলব্ধি করে। তাই, যীশু পুরাতন নিয়ম থেকে একটি ঘটনার কথা বলেছেন, *"দাউদ ও তার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হলে দাউদ কী করেছিল, তা-ও কি তোমরা পাঠ করনি? দাউদ তো ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করে, যে দর্শন-রুটি কেবল যাজকরা ছাড়া আর কারুর খাওয়া বিধেয় নয়, তা নিয়ে নিজে খেয়েছিল, এবং সঙ্গীদেরও দিয়েছিল।''*

এর দ্বারা যীশু দাউদের জীবনের একটি ঘটনাকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নির্দেশ করেছেন। ঈশ্বর শৌলকে বর্জন করে, ইস্রায়েলের পরবর্তী রাজা হিসাবে দাউদকে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু শৌল তখন জীবিত ও সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। তাই, শৌল দাউদকে ঘৃণা করতে শুরু করে ও বধ করার পরিকল্পনা করে। ফলস্বরূপ, প্রাণ বাঁচাতে দাউদ শৌলের কাছ থেকে ধারাবাহিক ভাবে পালিয়ে বেড়ায়। এই ভাবে পালিয়ে বেড়াবার সময়, দাউদ ও তার সঙ্গীরা নোবে অহীমেলক যাজকের কাছে উপস্থিত হয় (১শমূয়েল ২১ অধ্যায়)। এই ভাবে পালিয়ে বেড়াবার কারণে তারা তাদের পথে খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই, দাউদ অহীমেলক যাজককে বলে, ***"এখন আপনার কাছে কী আছে? পাঁচ খানা রুটি হোক, কিংবা যা থাকে, আমার হাতে দিন"*** (৩ পদ)। কিন্তু অহীমেলক দাউদকে বলে, ***"আমার কাছে সাধারণ রুটি নেই, কেবল পবিত্র রুটি আছে, যদি সেই যুবকরা কেবল স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে থাকে"*** (৪ পদ)। এই পবিত্র রুটিকে "দর্শন-রুটি" বলা হত (যাত্রা ২৫:৩০) এবং একে সমাগম তাম্বুর মধ্যে রাখা হত। প্রতি সপ্তাহে একবার এই রুটি প্রস্তুত করা হত, এবং ১২টা রুটি ২টি সারিতে সাজিয়ে সোনা দিয়ে মোড়া টেবিলের উপরে ঈশ্বরের সম্মুখে রেখে দেওয়া হত। (১২টি রুটি ইস্রায়েলের ১২ বংশকে নির্দেশ করত এবং এর দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের ধারাবাহিক সহভাগিতাকে প্রতীকী আকারে প্রকাশ করা হত)। প্রতি বিশ্রামবারে পুরানো রুটি সরিয়ে নতুন তৈরী রুটি রাখা হত (১শমূয়েল ২১:৬)। কিন্তু সেই পুরানো রুটি কেবল যাজকরা খেতে পারত (লেবীয় ২৪:৯)। এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা লেবীয় ২৪:৫-৬, ৮-৯ পদে পাই।

এই রুটি যেহেতু ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত ছিল, যাজকরা ছাড়া আর কেউ এই দর্শন-রুটি খেতে পারত না। **পর্ব-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধানের** *(ceremonial law)* মধ্যে এটি ছিল একটি অন্যতম বিধান। কিন্তু দাউদ ও তার সঙ্গীরা ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়েছিল। অন্যদিকে, দাউদ ছিল প্রভুর অভিষিক্ত দাস। অহীমেলক কী করবে? অহীমেলক একদিকে, পর্ব-সংক্রান্ত বিধান ভালো করেই জানত; কিন্তু অন্যদিকে, দাউদ ও তার সঙ্গীদের ক্ষুধা নিবারণও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তাই, অহীমেলক যাজক দাউদকে ও তার সঙ্গীদের সেই পবিত্র রুটি দিয়েছিল, কারণ সেই স্থানে দর্শন-রুটি ছাড়া আর কোনও খাবার ছিল না।

এখন পুরাতন নিয়ম থেকে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে, যীশু সেই সমস্ত ফরীশীকে যে কথা বলতে চেয়েছিলেন, তা হল, দাউদ ও তার সঙ্গীদের দ্বারা সেই দর্শ-রুটি খাওয়া যদি সঠিক কাজ হয়ে থাকে, তাহলে, যীশুর শিষ্যদের দ্বারা বিশ্রামবারে শীষ খাওয়া আরও সঠিক কাজ। যুক্তি হল, বিশ্রামবারে প্রভুর কাজ করতে গিয়ে প্রভুর অভিষিক্ত (দাউদ) যদি পর্ব-সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন করতে পারেন; তাহলে, নিঃসন্দেহে বিশ্রামবারে প্রভুর কাজ করতে গিয়ে মশীহ ও তার সঙ্গীরা মানুষের তৈরী বিধি-নিষেধ অমান্য করতেই পারেন। দাউদ ও তার সঙ্গীরা সেদিন যে কাজ করেছিল, তার দ্বারা পর্ব-সংক্রান্ত বিধির লঙ্ঘন হলেও, তা ছিল সঠিক কাজ, যেহেতু তা মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল। ঈশ্বর ধর্মীয় বিধি পালনের চেয়ে মানুষের প্রয়োজন পূরণের বিষয় অধিক চিন্তা করেন। অস্থায়ী বিধি পালনের দ্বারা দাউদ ও তার সঙ্গীদের মৃত্যু ঈশ্বর চাননি, পরিবর্তে, তাদের ক্ষুধা নিবারণের দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের সেবা করাকে তিনি অনুমোদন করেছেন। তাই, যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে হোশেয় ৬:৬ পদকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, ***"আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়"*** (মথি ১২:৭)।

সেদিন যীশুর শিষ্যরা যে কাজ করেছিল, তার দ্বারা কোনও ভাবেই তারা ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করেনি। পরিবর্তে, বিশ্রামবারে তারা যে কাজ করেছিল, তা নিখুঁত ভাবে বৈধ। দাউদের সঙ্গীদের ন্যায়, তারাও ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার সঙ্গী ছিল, এবং তাদের শারীরিক প্রয়োজন ছিল। তাই, যীশুর অনুসরণ কাজে তাদের যে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল, তার জন্য শীষ ছিঁড়ে খাওয়ার মধেও কোনও দোষ ছিল না (যেমন দাউদ ও তার সঙ্গীদের দর্শন-রুটি খাওয়াতে দোষ ছিল না)। তারা ঈশ্বরের বিশ্রামবারে ঈশ্বরের পুত্রের সেবা করছিল।

ফরীশীদের সমস্যা হল, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বিধান প্রদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বরের বিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ও প্রতিবেশিকে ভালোবাসতে আমাদের সক্ষম করা। হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের ৪র্থ আজ্ঞা দিয়েছেন। আমাদের বিশ্রাম ও ঈশ্বর আরাধনার জন্য ঈশ্বর সেই আজ্ঞা আমাদের দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, বিশ্রামবার আমাদের আমোদ-দায়ক বিষয় হিসাবে ঈশ্বর দিয়েছেন (যিশাইয় ৫৮:১৩)। ৪র্থ আজ্ঞা পালনের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ভালোবাসা প্রদর্শন করে থাকি। কিন্তু একই সঙ্গে, বিশ্রামবারে আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে, কিংবা প্রতিবেশির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে সাহায্য বা কাজ অবৈধ নয়।

যীশু এখানেই তার উত্তর শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি নিজের বিষয় সত্য ঘোষণা করেছেন।

ঘ। যীশুর ঘোষণা (৬:৫ পদ): ৫ পদে যীশু নিজের বিষয় বলেছেন, ***"মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের প্রভু।"*** লূক তার সুসমাচারে কেবল যীশুর কাজের বর্ণনা করেনি, কিন্তু যীশু কে, তাঁর প্রকৃত পরিচয় কী, তা-ও তুলে ধরেছে। এর আগে এই সুসমাচারে লূক যীশুকে (১) পরাৎপরের পুত্র (১:৩২), (২) ত্রাণকর্তা, খ্রীস্ট প্রভু (২:১১), (৩) ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, যাঁতে ঈশ্বর প্রীত (৩:২২) বলে উল্লেখ করেছে। কেবল তাই নয়, সুসমাচার প্রচারে, শিক্ষাদানে ও রোগিদের সুস্থকরণে আমরা যীশুর ক্ষমতা দেখেছি; তা ছাড়া মন্দ-আত্মাদের উপর ও পাপ ক্ষমা করতেও তাঁর ক্ষমতা আমরা দেখেছি।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যীশু নিজেকে ফরীশীদের কাছে মনুষ্যপুত্র বলে অভিহিত করেছেন। এর দ্বারা তিনি দানিয়েল ৭:৯-১৪ পদের স্বর্গীয় দর্শনের মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এই দর্শনে পিতা ঈশ্বরকে ***"অনেক দিনের বৃদ্ধ"*** আকারে প্রকাশ করা হয়েছে, যিনি সমস্ত মানব জাতির উপর বিচারের সিংহাসনে উপবিষ্ট (৯, ১৩ পদ)। তারপর বলা হয়েছে, সেই ***"অনেক দিনের বৃদ্ধর"*** কাছে ***"মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি"*** এলেন। আরও বলা হয়েছে, ***"সেই মনুষ্যপুত্রকে কর্তৃত্ব, মহিমা, ও রাজত্ব দত্ত হল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁর সেবা করতে হবে।"*** এর দ্বার মনুষ্যপুত্রের **ঈশ্বরত্বকে** পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, নিজেকে ''মনুষ্যপুত্র'' বলে যীশু নিজেকে 'ঈশ্বর' বলেই দাবি করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে যারা সেই নামের অর্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের কাছ থেকে নিজের পরিচয় তিনি গুপ্ত রেখেছেন।

এই ভাবে নিজেকে ''মনুষ্যপুত্র'' বলে ফরীশীদের কাছে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছেন। আর ঈশ্বর হওয়ায়, তিনি বিশ্রামবারের প্রভুও বটে, যেহেতু তিনিই বিশ্রামবারকে জন্ম দিয়েছেন। এখন বিশ্রামবারের প্রভু হওয়ায়, তিনি যে বিশ্রামবারকে পবিত্র বলে মান্য করার আজ্ঞা লোপ করেছেন, তা নয়। পরিবর্তে, ৪র্থ আজ্ঞার ধারাবাহিকতাকেই নির্দেশ করেছেন। ঈশ্বর সিনয় পর্বতে মোশীর মাধ্যমে ৪র্থ আজ্ঞা দিয়েছিলেন। সৃষ্টির অনুকরণে, ৬ দিন ধরে কাজ ও ৭ম দিনে বিশ্রাম নেবার বিধান স্বয়ং ঈশ্বর দিয়েছেন। নিজে ঈশ্বর হওয়ায়, যীশু বিশ্রামবারেরও উপর প্রভু। মানুষের জন্য সৃষ্টির দিন থেকে ঈশ্বর সাত দিনের মধ্যে একটি দিনকে বিশ্রাম ও ঈশ্বর আরাধনার জন্য পৃথকীকৃত করেছেন।

বিশ্রামবার সম্বন্ধে যীশু তাঁর পার্থিব জীবনে একই কথা বলেছেন। তিনি সর্বদা বিশ্রামবার ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র ভাবে পালন করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এই জন্য আমাদের উচিৎ অন্যান্য দিনের সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিজেদের দূরে রাখা, যেন নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে আমরা ঈশ্বর আরাধনা ও গৌরব করতে পারি। এই কারণে আমরা যীশুকে দেখতে পাই, তিনি সর্বদা বিশ্রামবারে সমাজগৃহের ঈশ্বর আরাধনায় যোগ দিয়েছেন। কিন্তু বিশ্রামবার সম্বন্ধীয় মানুষের তৈরী বাহ্যিক রীতিনীতি বা আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি বর্জন করেছেন।

যীশু বিশ্রামবারের প্রভু। আর তাই, সপ্তাহের প্রথম দিন, তথা রবিবার তাঁর পুনরুত্থানকে স্মরণ করে, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা রবিবারকে বিশ্রামবার হিসাবে পালন করতে শুরু করেছে, যাকে এখন ***"প্রভুর দিন"*** বলা হয় (প্রকাশিত বাক্য ১:১০)। এর দ্বারা বিশ্বাসীরা জগতের কাছে জোর গলায় ঘোষণা করেছে, যীশু নিজের বিষয় যা দাবি করেছেন, সত্যিই তিনি তা। তিনি ঈশ্বর, তিনি পাপীদের পরিত্রাতা।

তাই প্রভুর দিন (রবিবার) আজও আমাদের কাছে বিশ্রাম ও ঈশ্বর আরাধনার দিন। এই দিনে যদিও আমাদের প্রয়োজনীয় কাজকে যীশু অনুমোদন করেন, তথাপি এই দিন মূলত শারিরীক পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম নেবার দিন, যেন আমাদের দেহ পুনরায় সঞ্জীবিত হয়। একই সঙ্গে এই দিন আমাদের আধ্যাত্মিক পরিশ্রম থেকে বিশ্রামকেও নির্দেশ করে (ইব্রীয় ৪:৯-১০)। এর অর্থ, যীশু পারিত্রাণের কাজ সমাপ্ত করেছেন, তাই নিজেদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই সত্য কেবল তাদের জন্য প্রয়োজ্য, যারা তাঁকে একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করি, এবং আমাদের জীবনের উপর তাঁর প্রভুত্বকে স্বীকার করে জীবন যাপন করি। যীশু কি আপনার একমাত্র প্রভু ও ঈশ্বর?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com